সংবাদ

15 APR 2037

পূবাইল বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

সন্তোষজনক অগ্রগতি ॥ সহযোগিতার প্রয়োজন

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) থেকে সংবাদদাতা ঃ গাজীপুর জেলার একমাত্র বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় 'পূবাইল শাখাটি' বিভিন্ন কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯০ সালে ওই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয় 'মানসিক প্রতিবন্ধী' বিদ্যালয় নামে এবং এর সার্বিক ব্যয়ভার বহন করে (S.C.E.M.R.B) নামে নেদারল্যান্ডের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। '৯০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত এই শাখাটি বিদেশী অনুদানে চলে আসছিল। 'বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়' নামে বাংলাদেশ সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় চলে আসছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৪ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কার্যক্রম চালু হয়। দু'টি পর্যায়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম চলে। প্রথমত বৃত্তিমূলক শিক্ষা শ্রেণী, দ্বিতীয় বিশেষ শিক্ষা শ্রেণী।

প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা-মাতাদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে র‍্যালি - সংবাদ

বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৩ জন। নিয়মিত ক্লাসে এবং গৃহভিত্তিক কার্যক্রমে ২২ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এদের বাড়িতে যেয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ অনুযায়ী তাদের কাজ শেখানো হয়। অর্থাৎ যে যে কাজ করতে পারে বা আগ্রহী। ১ মাস পর পর ওই কাজের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হয়। বাড়ি ভিত্তিক কাজের মধ্যে যেমন হাতের কাজ, কৃষি, পশুপালন, নাচ, গান, খেলাধুলা, ফিজিও থেরাপি ও স্পিচ থেরাপি। পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, আচরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এই বিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৮ জন ছেলেমেয়েকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। ব্যবসা, কৃষি ও বিবাহ বন্ধনে তাদের আবদ্ধ করা হয়। দেশের চারটি অলিম্পিক শাখার মধ্যে পূবাইল শাখাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। অন্য শাখার তুলনায় এই শাখাটি জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরবও অর্জন করেছে। গত বছরের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৬টি পুরস্কার অর্জন করেছে। আগামী জুনে আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে অংশগ্রহণের জন্য অঞ্জলি রানী (২২) নামে একজন ক্রীড়াবিদ মনোনীত হয়েছেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন। বিদ্যালয়টি বর্তমানে গাজীপুর জেলার পূবাইল বাজার সংলগ্ন বালুনদীর তীরে বড় কয়ের গ্রামে ১৪ কাঠা নিজস্ব সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গাজীপুর জেলায় একটি মাত্র শাখা। বিদ্যালয়টির স্থানীয়ভাবে কোন ফান্ড না থাকায় অফিসসহ বিভিন্ন মেরামত কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ইনচার্জ (টিচার) শিক্ষক মো. সারওয়ার হাসান ও সহকারী শিক্ষক মো. মনির হোসেন জানান, বিদ্যালয়ের অফিস মেরামত ছাড়া সার্বিক দিক থেকে ভাল অবস্থানে রয়েছে। তবে স্কুলে যাতায়াতের অসুবিধার কারণে আশপাশের ছাত্রছাত্রীরা আসতে পারছে না। ভ্যানের ব্যবস্থা থাকলে পার্শ্ববর্তী ১০/১৫টি গ্রামের বহু ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসতে পারবে এবং কাজের অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সার্বিকভাবে বিদ্যালয়টির কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক থাকলেও আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এখন প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সহযোগিতার।